14 MAY 2017
পৃঃ ১২ ... ১

মতিঝিল আইডিয়ালের সহ-প্রধান শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●
ভুয়া সনদে চাকরির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আ. ছালাম খানকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুতির নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে গ্রহণ করা বেতনভাতা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে চাকরিবিধি অনুযায়ী মামলা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। আজ রোববার তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জনিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

আইডিয়াল স্কুলের কিছু অভিভাবকের এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

মতিঝিল আইডিয়ালের সহ-প্রধান

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অভিযোগ আমলে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ২৯ ডিসেম্বর আ. ছালামের বিএড সনদ তদন্ত করে মাউশি। ওই তদন্তের পর গত ২৪ মার্চ দৈনিক আমাদের সময়ে 'দারুল ইহসানের দেওয়া সনদে ফেঁসে যাচ্ছেন শিক্ষকরা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব নুসরাত জাবিন বানু স্বাক্ষরিত গত ৮ মে ইস্যু করা এক অফিস আদেশে আ. ছালামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল থানাধীন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আ. ছালাম খানের বিএড সনদটি সঠিক নয় মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। জনবল কাঠামো নির্দেশিকার ১৮ (১) (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার বেতনভাতার সরকারি অংশ অবিলম্বে স্থগিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, আ. ছালাম খানের বিএড সনদটি সঠিক না থাকায় নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ হয়নি। ফলে তার নিয়োগ বিধিসম্মত নয়। জনবল কাঠামো নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনি বেতনভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আ. ছালাম খান কর্তৃক এ যাবত গৃহীত সমুদয় অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে পিডিআর অ্যাক্ট ১৯১৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করে অর্থ আদায় করতে হবে। তার অবৈধ নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে অবিলম্বে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো আ. ছালামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চিঠি পেয়েছি। তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন। আজ রোববার তার বিরুদ্ধে বোর্ড সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...................................
তারিখ...................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
পরিচালক